দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

43

বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের আমরণ অনশন শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরণ অনশন কর্মসূচী চালিয়ে যাবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা বলেছেন, প্রয়োজনে রাজপথে জীবন দেব, তবুও ঘরে ফিরে যাব না।

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ৩ দিন অবস্থান ধর্মঘটশেষে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে শিক্ষকরা আমরণ অনশন শুরু করেছেন। আন্দোলনরত শিক্ষকদের দাবির মধ্যে রয়েছে দেশের ১৫ সহস্রাধিক বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, সরকারিকরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের বর্তমান ভাতা ৫শ' টাকার বদলে ১৫শ' টাকা করা, প্রক্রিয়াধীন বিদ্যালয়গুলোর নিবন্ধন এবং মহানগর ও পৌর এলাকার বেসরকারি প্রাইমারি স্কুলে ৪ জনের অধিক শিক্ষক থেকে থাকলে সবাইকে ভাতা প্রদান।

আমরণ অনশনের প্রথম দিনে ২ শতাধিক শিক্ষক অংশ নেন। এর মধ্যে গতকাল রাত ৯টা পর্যন্ত ২০ জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। গুরুতর অবস্থায় হরলাল বিশ্বাস নামের একজন শিক্ষককে হাসপাতালে পাঠানো হয়। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির সভাপতি মেজর (অবঃ) আসাদুজ্জামান, হাবিবুর রহমান, রুহুল আমিন খসরু, রিজু আহমেদ, আলতাফ হোসেন প্রমুখ অনশনে অংশ নেন।

আমরণ ঃ পৃঃ ৬ কঃ ৭

আমরণ ঃ বেসরকারি শিক্ষকদের অনশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনশন চলাকালে গতকাল বিভিন্ন দল ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শিক্ষকদের কর্মসূচীর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন। দিনভর অনশন কর্মসূচী চলাকালে শিক্ষকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় নেতা মেজর (অবঃ) আসাদুজ্জামান, মোহিত চন্দ (কুষ্টিয়া), জাহিদুল ইসলাম (বরিশাল), রিজু আহমদ, আলতাফ হোসেন, নজরুল ইসলাম, হাফিজুল ইসলাম, রুহুল আমিন, আজম খান প্রমুখ।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, আমাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। আমাদের দৈনিক মাইনে ১৬ টাকা। অথচ প্রধানমন্ত্রী বলেই চলেছেন, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষকের পেটে ভাত না থাকলে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে কি হবে? নেতৃবৃন্দ দাবি মানা না হলে দেশের সকল বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হবে বলে ঘোষণা করেন। অনশনে অংশ নেয়া শিক্ষকদের মধ্যে আবদুস সাত্তার (জামালপুর), হাবিব (রাজশাহী), এস্তাজ আলী (লালমনিরহাট), রুহুল আমিন (পাবনা) ও শফিকুর রহমানের (লালমনিরহাট) অবস্থা গুরুতর।